আলমডাঙ্গায় ঋণের কিস্তির চাপে নারীর আত্মহনন

আলমডাঙ্গায় তাসলিমা খাতুন (৫৫) নামে এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার দুপুরে নিজ বাড়িতে ঘরের আড়ার সঙ্গে কাপড় পেঁচিয়ে ওই নারী আত্মহত্যা করেন বলে জানা যায়। তাসলিমা খাতুন পৌর এলাকার ২ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত মতিয়ার রহমানের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানায়, তাসলিমা তার সেজো ছেলেকে মালয়েশিয়ায় পাঠানোর জন্য উপজেলার কয়েকটি বেসরকারি (এনজিও) থেকে প্রায় ৪ লাখ টাকা ঋণ নেন। প্রতি সপ্তাহে তাকে ৪০ হাজার টাকা কিস্তি দিতে হতো। তার ছেলে বিদেশ থেকে টাকা না দেওয়ায় কিস্তি পরিশোধ করতে পারেননি। এতে শাখা ব্যবস্থাপকসহ কয়েকজন মাঠকর্মী বাড়িতে এসে তাকে গালিগালাজ করেন। তারা পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে নেওয়ারও হুমকি দেন।

পুলিশের ভয়ে ও মনের দুঃখে সোমবার দুপুরে নিজ বাড়িতে ঘরের আড়ার সঙ্গে কাপড় পেঁচিয়ে আত্নহত্যা করে। বিকেলে স্বজনরা গলায় দড়ি পেঁচানো ঝুলন্ত মরদেহ দেখে আলমডাঙ্গা থানায় সংবাদ দেন। তাসলিমার ছোট ছেলে বিপ্লব জানায়, কয়েকটি এনজিও থেকে ঋণ নিয়েছিলেন তার মা। এর কিস্তির জন্য গত এক সপ্তাহ ধরে চাপ দিয়েছিলেন এনজিওর কর্মকর্তারা। তারা গালিগালাজ করে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে নেওয়ার হুমকি দেন। লোকসমাজ ও পুলিশের ভয়ে তাঁর মা আত্মহত্যা করেছেন।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, তাসলিমা কয়েকটি এনজিও থেকে ঋণ নেওয়ার কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছে বলে তথ্য পেয়েছি। লাশের সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় একটি অপমৃত্যুর (ইউডি) মামলা হয়েছে।

বর্ষায় পানিবাহিত রোগ এড়াতে যা করণীয়

বর্ষা এলেই পেটের সংক্রমণ নিয়ে ভাবনা থাকে সবার। বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ায় জলবাহিত অসুখের প্রকোপ অনেক বেড়ে যায়। বৃষ্টির পানি অনেক সময় আন্ত্রিক অর্থাৎ ডায়রিয়ার মতো রোগ ছড়ায়। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এই সমস্যা প্রকট। পেট খারাপ, বমি, ডিহাইড্রেশনের মতো সমস্যায় ভুগছেন অনেকে। পানি ঠিকঠাক ফিল্টার করতে না পারাও একটি বড় সমস্যা। এছাড়া আরও কিছু জটিল বিষয়ে একটু মনোযোগ দেওয়া দরকার। পর্যবেক্ষণ ও তদারকিই এখানে আসল।

ব্যাকটেরিয়ার প্রকোপ প্রথম ভাবনায়
পেটের রোগ এই সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা। কারণ হলো ব্যাকটেরিয়ার প্রকোপ। ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়া সচরাচর মলে থাকে। তাই মলের বা বাথরুমের পানি কোনো কারণে যদি সুপেয় পানির সংস্পর্শে আসে তখন বিপত্তি বাঁধে। টাইফয়েড, ক্লসটিডিয়াম, সিরেলা, সালমোনেলা থেকেও সংক্রমণ হয়। খাবার পানি থেকেই আপনার পানিবাহিত রোগ হবে এমন ধারণা ভুল। দূষিত পানিতে গোসল করলে, মুখ-হাত ধুলে হতে পারে। বিশেষত অনেকে বর্ষায় কোথাও ঘুরতে গেলে পুকুরে নামেন। বৃষ্টিতে ভেজেন। আবার সড়কে পানি জমলে তার ওপর দিয়ে হেঁটে আসার পর পরিচ্ছন্ন হন না। সুইমিং পুলের অপরিষ্কার পানিতে সাঁতার কাটার সময়েও কয়েক ফোঁটা মুখে ঢুকে গেলে সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে।

সাবধান থাকা জরুরি
আপনার প্রস্রাব ঠিকমতো হচ্ছে কি-না দেখতে হবে। যদি না হয় তাহলে ওআরএস দিতে হবে। ওআরএস দেওয়ার পরে বমি হতে পারে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মুখ ধুয়ে আবার ওআরএস দিতে হবে। শরীরে সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম বাইকার্বোনেট, পটাশিয়াম ক্লোরাইড ঢুকলে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

স্যালাইন কখন দেবেন
চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, পাঁচ বারের বেশি পাতলা মল হলে তখন স্যালাইনের ব্যবস্থা করতে হবে। পায়খানার সঙ্গে রক্ত বেরুলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ‘স্টুল কালচার’ করাতে হবে।

খাবারে নজর দিন

খাওয়াদাওয়ায় বেশি নজর দিতে হবে এই সময়ে। রাস্তার স্ট্রিট ফুড এমনকি ভ্যাপসা গরমের রেহাই দেওয়া লস্যি খাওয়া যাবে না। কাঁচা শাকসবজি খাবেন না, কারণ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের ঝুঁকি থাকবে। এই সময়ে কোনও অনুষ্ঠান বাড়িতে গেলে সালাদ এড়িয়ে চলাই ভালো। বরং, বাড়িতে বানিয়ে খান। বাইরে থেকে ফল কিনে এনে খেলে, তা ভালো করে ধুয়ে নিন। শাকসবজি ভালো করে সেদ্ধ করে রান্না করুন। শিশুদের শরীরে পটাশিয়াম দ্রুত কমে যায়। তাই লেবুর রস, কলা, স্যুপ জাতীয় খাবার, পেঁপে দিতে হবে। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার বেশি খেতে হবে। এতে শরীরে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ঢুকবে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। লেবু জাতীয় ফল, পেয়ারা বেশি করে খান। খাবারে ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকলে ভালো। রেড মিটের বদলে মাছ, ডিম, মুরগির মাংস খেতে পারেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

চুয়াডাঙ্গায় ফেনসিডিলসহ ১জন আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা দিকনির্দেশনায় জেলা পুলিশের সকল ইউনিটে একযোগে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।

তারই ধারাবাহিকতায় জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ নেতৃত্বে জেলা গোয়েন্দা শাখার এসআই (নিঃ)মোঃ মেফাউল হাসান, এসআই (নি:) মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, এএসআই (নিঃ)মোঃ মামুনুর রহমান, এএসআই (নি:) মোঃ রেয়াজুল ইসলাম ও এএসআই (নি:) মোঃ রাসেল তালুকদার সহ মাদকবিরোধী অভিযানে সোমবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় জীবননগর থানাধীন সেনেরহুদা গ্রামস্থ জনৈক মোঃ নাগর হোসেন ওরফে রিপন এর বসত বাড়ি হতে আসামি ১। মোঃ নাগর হোসেন ওরফে রিপন (৩৪), পিতা- মৃত মাহাতাব, সাং-সেনেরহুদা (পশ্চিম পাড়া), থানা-জীবননগর, জেলা-চুয়াডাঙ্গা’কে ৩৬ (ছত্রিশ) বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার পূর্বক

জব্দ করে।

ধৃত আসামীর বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়।

চুয়াডাঙ্গার দোস্ত বাজারে দুঃসাহসিক চুরি

চুয়াডাঙ্গার সদরের দোস্ত বাজারে মেসার্স শেখ ট্রেডার্সে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।

ঘটনাসূত্রে জানাগেছে, দোস্ত বাজারের বিশিষ্ট হার্ডওয়ার ব্যাবসায়ী সাহেব আলী প্রতিদিনের ন্যায় দোকান বন্ধ করে চলে যায়। রাতের আধারে দুই চোর সিড়ি ঘর দিয়ে দোতলার ছাদে উঠে এ সব মালামাল চুরি করে। পরে চোরেরা এসব মালামাল অন্য জায়গায় বিক্রি করতে গেলে তারা দুজন ধরা খায়। ঘটনাটি ঘটছে দোস্ত বাজারের শেখ টেডার্সে।

এ দুই চোরের বাড়ি নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর মল্লিকপাড়ার রুবেল হোসেনের ছেলে হুছাইন (১৭) একই ইউনিয়নের বোয়ালমারী পাড়ার ও উম্মাত আলীর ছেলে লিখন (১৫) চুরি করে। পরে চোরের সন্ধানে নামে সাহেব আলী। চোর শনাক্ত করে বিচার দেয় দোস্ত বাজার কমিটির কাছে। বিচার সালিশে হুছাইন উপস্থিত হলেও লিখন উপস্থিত না হওয়ায় আগামীকাল বুধবার আবার সালিশ বৈঠক বসবে বলে জানিয়েছে দোকান মালিক সাহেব আলী। এ সালিস বৈঠকে কিছু মালামাল উদ্ধার করে বাজার কমিটি।

বাকি মালামাল উদ্ধার করতে পারেনি বলে একটি সুত্র জানিয়েছে। উক্ত দোকান থেকে কলের চাপা ৪ পিচ কলের রড ৮ পিচ কলের ঝাকা ১১ টা, কলের জি আই পাইপ ২৫ টা, গ্যাস সিলিন্ডার ২ টা, হাফ মটর ১টা, বড় মোটর ৩ টা, কোমট ১ টা জি আই ফিটিংস মাল ১ বস্তা, ব্যাসিন ১টা চুরি করে। এতে করে চোরেরা প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল চুরি করে। পরে বাজার কমিটির সালিস বৈঠকে চোরের দাদা ও একজনের বাবা উপস্থিত হয়ে এ সব মালামাল ফেরত দেওয়ার কথা বলে।

অভিভাবকের প্রশ্ন এ বয়সে যদি চুরি করে বেড়ায় ভবিষ্যতে এরা বড় ধরনের ঘটনা ঘটাবে বলে ধারনা করছে সাধারন মানুষ।

চাকরি দেবে ওরিয়েন্টাল গ্রুপ

জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওরিয়েন্টাল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির এইচআর অ্যান্ড অ্যাডমিন ডিভিশন ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে একাধিক জনবল নিয়োগ দেবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম : ওরিয়েন্টাল গ্রুপ

পদ ও বিভাগের নাম : এক্সিকিউটিভ, এইচআর অ্যান্ড অ্যাডমিন

আবেদনের বয়সসীমা : কমপক্ষে ২০ বছর

পদসংখ্যা : নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল : ঢাকা (ধানমন্ডি)

বেতন : আলোচনা সাপেক্ষে

অভিজ্ঞতা : কমপক্ষে ১ বছর, তবে ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ : ০৭ জুলাই, ২০২৪

কর্মক্ষেত্র : অফিস

কর্মঘণ্টা : ফুল টাইম

প্রার্থীর ধরন : শুধু পুরুষ

আবেদনের শেষ তারিখ : ০৬ আগস্ট, ২০২৪

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনো স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এইচআরএম/ম্যানেজমেন্টে ন্যূনতম বিবিএ/এমবিএ ডিগ্রি

অন্যান্য যোগ্যতা : বাংলা (বিজয়) লেখার দক্ষতা বাধ্যতামূলক।এমএস

অফিস এবং ইংরেজিতে যোগাযোগ দক্ষতা। চাপের মধ্যে কাজ করার ক্ষমতা। তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশ অনুযায়ী ভূমিকা পালন ও সম্পাদন করার ক্ষমতা।

অন্যান্য সুবিধা: টি/এ, মোবাইল বিল, আংশিক ভর্তুকিযুক্ত দুপুরের খাবার, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা, বছরে দুটি উৎসব বোনাস ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন সুবিধা পাবেন।

যেভাবে আবেদন করবেন: আগ্রহীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

ঠিকানা : বাড়ি # ১৫, রোড # ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

চুয়াডাঙ্গায় ফল মেলার উদ্বোধন

“ফলে পুষ্টি অর্থ বেশ,স্মার্ট কৃষির বাংলাদেশ” এ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে গতকাল সোমবার তিন দিন ব্যাপী ফল মেলা শুরু হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চত্বরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফল মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড.কিসিঞ্জার চাকমা।

এরপর অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহার সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডা.মোঃ সাহাবুদ্দিন, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (উদ্যান) মোমরেজ আলী, সদর উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা আফরিন বিনতে আজিজ, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, জীবননগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন প্রমূখ। অনুষ্ঠানের শেষে কৃষকদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

দর্শনার আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী কালু গাঁজাসহ গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী কালুকে (৩৯) ৫ গ্রাম গাঁজাসহ গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

জানা যায় গতকাল সোমবার ভোরে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে দর্শনা থানার এস আই সেকেন্দার আবু জাফর সঙ্গীয় অফিসার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা পৌর এলাকার আজমপুরের জোর আলী মিজির ছেলে আফজাল হোসেন ওরফে কালু (৩৯)’র বাড়িতে অভিযান চালায়।

এসময় কালুর বসত ঘরের শয়ন কক্ষের খাটের নিচ হতে অবৈধ মাদকদ্রব্য ৫শগ্রাম গাঁজা উদ্ধার পূর্বক জব্দ ও কালুকে গ্রেফতার করে। সকালে গ্রেফতারকৃত কালুর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা করা হয়।

উল্লেখ্য আজমপুরে কালুর বাড়ি রাতে বিভিন্ন এলাকার মাদক ক্রেতারা এসে মাদক ক্রয় করে বলে এলাকাবাসি জানায়।বেশ কয়েক বছর ধরে এলাকায় মাদক কারবার করে আসছিল। কেউ কিছু বললে সকলকে ম্যানেজ করে এ ব্যবসা করে আসছিল বলে নিজেকে জহির করতো।

এ ঘটনায় কালুকে মাদকদ্রব্য আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

চুয়াডাঙ্গায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চেক

বিতরণ

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চেক বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এ চেক বিতরণ অনুষ্ঠান হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফাতেমা-তুজ-জোহরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপকারভোগীদের মধ্যে চেক বিতরণ করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগার টগর।

চেক বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগার টগর বলেন, শেখ হাসিনা সরকার বাংলদেশকে প্রতি মুহূর্তে উন্নয়নের চূড়ায় পৌঁছানোর পিছনে কাজ করে চলেছে এবং তা সফলের পথে। বর্তমান দেশে শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্র আলোকিত করাতে এ সরকার সক্ষম হয়েছে, অন্যরা তা কোনো দিনই করতে পারেনি। তিনি আরও বলেন, কোনো কুচক্রিমহল আওয়ামী লীগ সরকারকে দমাতে পারবে না। দেশের মানুষ দেশের উন্নয়নের স্বার্থে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য সরকার চায় না। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল দিক খেয়াল করেন। তিনি মানুষের কথা ভেবেই রাত দিন কাটান। তার প্রতিটি চিন্তা এ দেশের মানেুষের জন্য। আজ দেশের প্রতিটি মানুষ শান্তিতে আছে। আজ গ্রামেগঞ্জে পাকা রাস্তা হয়েছে। মানুষের জীবনমান দিন দিন উন্নত হচ্ছে। আমার চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের প্রায় সব জায়গায় পাকা রাস্তা হয়েছে। দু এক জায়গায় বাকি আছে, তাও কাজ চলছে। দ্রুতই তা শেষ হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এসএম আশিস মোমতাজ, সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মাসুম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মাসুমা খাতুন প্রমুখ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, উপকারভোগী সংগঠনের প্রতিনিধি বেগমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল্লাহ। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন সমবায় কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেনের পরিচালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা ত্রান ও পুনবার্সন কর্মকর্তা মিজানুর রহমান।

অনুষ্ঠানে ৩১টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৫৫ হাজার, ৬০ হাজার ও ১ লাখ টাকা করে মোট ২০ লাখ টাকার চেক বিতরণ করা হয়।

ক্রিপ্টো হ্যাকিংয়ে চুরির ঘটনা দ্বিগুণ হারে বেড়েছে

ব্ল্লকচেইন গবেষণা সংস্থা টিআরএম ল্যাবসের তথ্যে জানা গেছে, বড় ধরনের সাইবার আক্রমণ ও ক্রমবর্ধমান ক্রিপ্টো দামের কারণে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টোকারেন্সি নির্ভর চুরির পরিমাণ বেড়েছে। গত বছরের তুলনায় ২০২৪ সালের প্রথম ছয় মাসে দ্বিগুণ পরিমাণে চুরির ঘটনা বেড়েছে। একটি প্রতিবেদন বলেছে, হ্যাকাররা এ বছরের প্রথম ছয় মাসে ১.৩৮ বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টো চুরি করে। অন্যদিকে ২০২৩ সালে একই সময়ে ৬৫৭ মিলিয়ন ডলার চুরি হয়েছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মধ্যম ধরনের চুরি আগের বছরের তুলনায় দেড়গুণ বেশি বেড়েছে। টিআরএম ল্যাবসের বৈশ্বিক নীতিবিষয়ক প্রধান আরি রেডবোর্ড বলেন, ‘অনেক অনেক হ্যাকিংয়ের ঘটনা ঘটলেও ক্রিপ্টোকারেন্সি ইকোসিস্টেমের নিরাপত্তায় কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসেনি। বিটকয়েন থেকে ইথার ও সোলানা ক্রিপ্টো পর্যন্ত হ্যাকিং হচ্ছে। চুরির পাশাপাশি ক্রিপ্টোর দামও গত বছরের তুলনায় বাড়ছে। যে কারণে সাইবার অপরাধীরা ক্রিপ্টোতে আক্রমণ করতে আরো বেশি অনুপ্রাণিত হচ্ছে। ২০২২ সালে স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এফটিএক্সের পতনের পর ক্রিপ্টোর মূল্য নিম্নমুখী ছিল। গেল কয়েক মাসে তা বেড়েছে। এই বছরের মার্চে বিটকয়েন সর্বকালের সর্বোচ্চ ৭৩৮০৩ ডলারে বিক্রি হয়।

এ বছর এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো চুরি হয় জাপানি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ডিএমএম বিটকয়েন থেকে। প্রায় ৩০৮ মিলিয়ন মূল্যের বিটকয়েন চুরির ঘটনা ঘটেছিল। প্রযুক্তির বহুমাত্রিকতার কারণে ক্রিপ্টোকারেন্সি কোম্পানি বারবার হ্যাক ও সাইবার আক্রমণের জন্য নিশানায় পরিণত হচ্ছে। ২০২২ সালে চুরি হওয়া ক্রিপ্টোকারেন্সির পরিমাণ ছিল প্রায় ৯০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

তখন অনলাইন গেম অ্যাক্সি ইনফিনিটির সঙ্গে যুক্ত একটি ব্লকচেইন নেটওয়ার্ক থেকে ৬০০ মিলিয়নেরও বেশি ডলার চুরি হয়। ওই চুরির ঘটনায় উত্তর কোরিয়ার হ্যাকারদের দায়ী করা হয়।

সূত্র: ইত্তেফাক

ঢাকায় আসছেন না ডি মারিয়া

চলতি মাসের শেষের দিকেই ঢাকায় আসার সম্ভাব্য সূচি ছিল আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ডি মারিয়ার। কিন্তু এই সময় ক্লাব নিয়ে ব্যস্ত থাকায় থাকায় ঢাকা আসা হচ্ছে না এই আর্জেন্টাইন তারকার। তবে চলতি বছরেই ঢাকা সফর আসবেন বলে জানিয়েছেন ভারতের ক্রীড়া উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত।

ঢাকার সঙ্গে কলকাতা সফরও করবেন ডি মারিয়া। শতদ্রু দত্ত বলেন, ‘ডি মারিয়ার সঙ্গে আমার চুক্তি রয়েছে। সে আসবে এবং এই বছরেই আসবে এটা নিশ্চিত। আমি জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে আর্জেন্টিনা যাব। তখন তার ঢাকা ও কলকাতার সফরসূচি চূড়ান্ত করব।’

ডি মারিয়া জাতীয় দলে খেললেও আসন্ন মৌসুমে কোন ক্লাবে খেলবেন তা চূড়ান্ত করেননি। ক্লাব ফাইনালের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় ক্লাব চূড়ান্তে ব্যস্ত থাকবেন তিনি।

ভারতীয় গণমাধ্যমে খবর ছিল ডি মারিয়া মোহনবাগান দিবসে কলকাতা আসবেন। একবার এসেই এই দুই জায়গা সফর করে যাবেন এই তারকা। তাকে দুই বার আনা ব্যয়বহুল। তাই ঢাকার সঙ্গে পিছিয়েছে কলকাতা সফরও। শতদ্রু দত্তের মাধ্যমে ঢাকায় আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়েনো মার্টিনেজ ও ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তী রোনালদিনহো এসেছিলেন। দুই সফরই ছিল নানা কারণে বিতর্কিত। তাই মারিয়ার সফর একটু পরিচ্ছন্নভাবেই করতে চান শতদ্রু দত্ত। তিনি বলেন, ‘ডি মারিয়া সফরে সাংবাদিকদের জন্য আলাদা সেশন, ফুটবলপ্রেমীদের জন্য আলাদা সেশন এবং অবশ্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মারিয়ার সৌজন্য সাক্ষাতের বিশেষ পর্ব থাকবে। এসব নিয়ে আমি কাজ করছি।’

সূত্র : ইত্তেফাক